Appendices

Appendix-A

নববার্তার সংবাদ প্রধানমন্ত্রীর দফতরে পাঠালো পুরাতত্ত্ব বিভাগ

কালীগঞ্জের গায়েবি মসজিদ : মুনিম পারভেজকে সবুজ সংকেত

নববার্তা প্রতিনিধি, গুয়াহাটি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় সরকারের পুরাতাত্ত্বিক বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়, সাংস্কৃতিক বিভাগে স্মারকপত্র প্রদান করেছিলেন বরাকসন্তান ও সিলেটি নাগরি লিপির গবেষক মুনিম পারভেজ বড়ভুইয়া। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগসমূহ সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেয় এবং কেন্দ্রীয় পুরাতাত্ত্বিক বিভাগ করিমগঞ্জ জেলার সূর্যদাস গ্রামে অনুসন্ধানকারী দল পাঠাবে, টেলিফোনে এ কথা জানায় মুনিমকে। 'দৈনিক নববার্তা প্রসঙ্গ'তে প্রকাশিত এই সম্পর্কীয় খবর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গোচরে আনা হয়েছে। আজ এক সাক্ষাৎকারে মুনিম পারভেজ বড়ভুইয়া জানান, ১৩০০ শতক থেকে বরাক ও সুরমা উপত্যকায় হজরত শাহজালাল ও তাঁর ৩৬০ আউলিয়ার অবদান অপরিসীম। লুপ্তপ্রায় সিলেটি নাগরি লিপি তাঁদেরই সৃষ্টি। ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ১৪৯৮ থেকে ১৫১৯ পর্যন্ত সুলতান

দু'য়ের পাতায়

কালীগঞ্জের গায়েবি মসজিদ

আলাউদ্দিনের (প্রকৃত নাম সৈয়দ হোসেন শাহ) অবদান অপিরিসীম। সুলতান আলাউদ্দিন পানবারী মসজিদ ধুবড়ি, ছোটসোনা মসজিদ বাংলাদেশ, গয়ালদি মসজিদ ঢাকা, খেবুর মুরশিদাবাদ, শিকারদিঘি মুরশিদাবাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সূর্যদাস গ্রামে উদ্ধারকৃত শিলালিপিতে সুলতান আলাউদ্দিনের নাম রয়েছে। এর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, ভারত-বাংলাদেশে উদ্ধারকৃত মসজিদের খুব কম সংখ্যকের শিলালিপি উদ্ধার করা হয়েছে। এতে পুরাতাত্ত্বিক বিভাগ এবং ইতিহাসবিদদের খোরাক রয়েছে। মুনিম পারভেজ আরও বলেন, সূর্যদাস গ্রামে মসজিদ উদ্ধারের ঘটনার দুইদিন পরেই তিনি ফোটোগ্রাফ সংগ্রহ করেন এবং স্মারকপত্র প্রদান করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক বিভাগ, কেন্দ্রীয় পুরাতাত্ত্বিক বিভাগকে। প্রতিটি বিভাগ থেকে টেলিফোনযোগে জানানো হয় সহায়-সহযোগিতা করা হবে এবং সূর্যদাস গ্রামে পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকারী দল পাঠানো হবে। মসজিদটি ধ্বংসের কারণ হিসাবে পারভেজ জানান ১৮৬৯, ১৮৯৮ ও ১৯৫০ সালে তিনটি প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প অসমে হয়েছিল। এর মধ্যে ১৮৬৯ সালের ভূমিকম্পের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বরাক উপত্যকা ও হাফলং। তাই ১৮৬৯ সালের ধ্বংসে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মুনিম পারভেজ বড়ভুইয়া বরাক উপত্যকার প্রাচীন নাগরি লিপি ও প্রাচীন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র সুরক্ষার জন্য আজীবন নিঃস্বার্থ সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন বলে বরাকবাসীকে প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি করিমগঞ্জের জেলাশাসক ও সূর্যদাস গ্রামবাসীকে মসজিদ সুরক্ষার জন্য আবেদন জানান। তিনি আর খোদাই করতে আপত্তি করেছেন, কারণ কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ তা সরেজমিন অনুসন্ধান করবে। পূর্ব ভারতে একমাত্র করিমগঞ্জে ৫০০ বছরের বেশি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল।প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে সুলতান আলাউদ্দিনের বাবার নামও জানা গেছে। এই বংশের সাম্রাজ্য মুরশিদাবাদ, বিহার, বাংলাদেশ শ্রীহট্ট বর্তমান করিমগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কেন্দ্রের পুরাতত্ত্ব বিভাগ অনুসন্ধানকার্য চালালে অতীতের সোনালি ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। পূর্বাঞ্চলের করিমগঞ্জ দেশের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট স্থান হিসেবে পরিগণিত হবে।

Source: DainikNababartaPrastanga News on 20th February 2016

মাটি ফুঁড়ে মসজিদ, সূর্যদাস গ্রামে বাড়ছে মুসল্লিদের ভিড়

বিভাস বর্ধন

করিমগঞ্জ (সূর্যদাস থেকে ফিরে), ১৫ ফেব্রুয়ারি : কালীগঞ্জ অঞ্চলের সূর্যদাস গ্রামটি এখন একই বৃন্তের দু'টি কুসুম। একদিকে একটি গয়বি মসজিদ, অন্যদিকে একটি কালীবাড়ি। একই চৌহদ্দিতে দু'টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল আবহ তৈরি করে দিয়েছে এই অঞ্চলে। মাটির নীচে খুঁড়ে পাওয়া গয়বি মসজিদটি নিয়ে বর্তমানে কৌতূহলের শেষ নেই। মসজিদের দ্বার ভক্তপ্রাণদের জন্য খোলে দেওয়া হয়েছে সম্প্রতি। প্রতিদিন অগণিত ভক্তপ্রাণ মানুষের ঢল নামছে সেখানে। কেউ কেউ হৃদয়ের আবেগে নামাজও আদায় করে নিচ্ছেন, মনোস্কামনা পূর্ণ হওয়ার অভিপ্রায় নিয়ে অনেকে সাধ্যমতো দানও করে আসছেন। একইভাবে একই চৌহদ্দিতে থাকা একটি কালীবাড়িতেও নিয়মিত পূজার্চনার আয়োজন করা হচ্ছে। গয়বি মসজিদ এবং কালীমন্দিরের মধ্যবর্তী স্থানে জমি বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটার পর একটি দেয়াল তৈরি করে সীমারেখা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা বর্তমানে এই দেয়াল নির্মাণের পর উভয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছন্দ্যে নিত্যক্রিয়া করতে পারছেন। বর্তমান সময়ে সামাজিক চরম অবক্ষয়ের যুগে হিংসা, বিদ্বেষ, বৈরিতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির

সূর্যদাস গ্রামের সেই শতাব্দী প্রাচীন মসজিদ। (ইনসেটে আবিষ্কৃত শিলালিপি)।

সংকটের মধ্যে এই পাশাপাশি দু'টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সম্প্রীতির মেলবন্ধনের এক উজ্জ্বল নজির সৃষ্টি করে দিয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য, সূর্যদাস গ্রামের গয়বি মসজিদটি প্রায় শতাধিক বছর পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে মাটি খুঁড়ে মসজিদের পরিকাঠামো কবে উদ্ধার করা হয়েছে এর কোনো সঠিক তারিখ বা বছর কারো জানা নেই। গ্রামের একটি টিলাভূমিতে কালীমন্দিরের পাশেই এই মসজিদটি রয়েছে। গ্রামবাসীদের মতে মসজিদটি প্রায় পাঁচ শতাধিক বছরের পুরোনো। হয়তো কোনো বড়ো ধরনের ভূকম্পের ফলে মসজিদটি মাটির নীচে

দু'য়ের পাতায়

গ্রামে বাড়ছে মুসল্লিদের ভিড়

চলে যায়। তবে পুরোপুরি মসজিদটি ধ্বংস হয়নি। মসজিদের পাশেই রয়েছে পাঁচ পিরের একটি রজা। এই রজাতে নিয়মিত মোমবাতি জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য সিলেট থেকে আসতেন বহুল মিয়া নামক এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। পরবর্তীতে তিনি এই পাঁচ পিরের রজার খাদিম হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। গ্রামের প্রধান নাগরিকদের মতে এই বহুল খাদিম স্বপ্নাদেশ পেয়ে রজার পশ্চিম দিকের জঙ্গলাকীর্ণ স্থানটি পরিষ্কার করতে গিয়ে প্রথমে মসজিদের মিনারটি আবিষ্কার করেন। এরপর উৎসাহ ভরে তিনি চতুর্দিক খুঁড়ে এই মসজিদটির পরিকাঠামো বের করেন বলে একটি লোকশ্রুতি রয়েছে গ্রামে। ইট ক্রংক্রিটের মসজিদটির দেয়ালে অত্যন্ত সুন্দর কারুকার্য রয়েছে। মসজিদের দেয়ালে সেই সময় যে ফলকটি পাওয়া গেছে সেই ফলকটি করিমগঞ্জের তৎকালীন এসডিওর অফিস থেকে ষাটের দশকে দক্ষিণ করিমগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক প্রয়াত আব্দুল মুনিম চৌধুরি নিয়ে এসে তাঁর নিজের মসজিদে অতি সযত্নে রেখেছিলেন। বর্তমানে ফলকটি প্রয়াত আব্দুল মুনিম চৌধুরির বাড়ির সম্মুখস্থ অর্থাৎ বাগবাড়ি গ্রামের জামে মসজিদের দেয়ালে অতি সযত্নে সংস্থাপন করা হয়েছে।

এই ফলকটিতে ৯০৯ হিজরি অর্থাৎ ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শাসক আবুল মোজাফর হোসেন শাহর উদ্যোগে গয়বি মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে বলে ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে।

সূর্যদাস গ্রামের এই গয়বি মসজিদ, কালীবাড়ি কিংবা রজা যে জায়গার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে এই জায়গাটির মূল স্বত্বাধিকারী বাগবাড়ি গ্রামের প্রয়াত জমিদার বরদাচরণ দে পুরকায়স্থ। তিনিই একসময় এই টিলাভূমির একাংশ গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের কবরিস্থানের জন্য দান করেছিলেন বলে গ্রামের জনগণের অভিমত। পরবর্তীতে ওই স্থানটি আবার কালীবাড়ি কমিটির নামেও হস্তান্তর হয়। এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ চলতে থাকে। শেষপর্যন্ত বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। গয়বি মসজিদ কমিটি বনাম কালীবাড়ি পুজা কমিটির এই বিরোধের দীর্ঘ প্রক্রিয়া চলতে থাকা অবস্থায় অতিসম্প্রতি বিষয়টির উপর হস্তক্ষেপ করেন বদরপুরের বর্তমান বিধায়ক জামাল উদ্দিন আহমদ। তিনি উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উভয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যবর্তী স্থানে একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দেন। বর্তমানে তাঁরই উদ্যোগে কালীবাড়ির চতুর্দিকে দেয়াল নির্মাণ করা হচ্ছে। গ্রামের জনগণ জানান, বিরোধ নিষ্পত্তি হয়ে গয়বি মসজিদটিতে সবার জন্য দ্বার খোলে দেওয়ায় আমরা অত্যন্ত খুশি। তবে সীমা নির্ধারণের ফলে পাঁচ পিরের রজাটি এখন কালীবাড়ির অংশে চলে গেছে।

বর্তমানে গয়বি মসজিদের চতুর্দিক খুঁড়ে মসজিদটির পুরো অবয়ব উদ্ধার প্রক্রিয়া চলছে। প্রতিদিন মসজিদে অনেক দুর-দুরান্ত থেকে অগণিত মানুষের ঢল নামছে। মসজিদের বর্তমান অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আব্দুল আজিজ, জামাল উদ্দিন, আব্দুল ওয়াহিদ, আব্দুল জব্বার, জই মিয়া, আব্দুল মুজিব ও হারিছ উদ্দিন এই কমিটিতে রয়েছেন। পাঁচ জনকে মসজিদের দানসমূহ সংগ্রহ করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এরা হলেন— আব্দুল মতিন, ফকর উদ্দিন, মকলিছুর রহমান, আব্দুল খালিক ও আব্দুল নুর। মসজিদের অর্থ সংগ্রহের মূল দায়িত্ব সম্পাদন করবেন নজির উদ্দিন, আব্দুল জলিল ও আয়াজ আলি। এরা সবাই সুর্যদাস গ্রামের বাসিন্দা।

তবে এই মসজিদ ও এর ফলক উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে পাঁচশ বছর পূর্বে হোসেন শাহ-র শাসনকালে এখানে যে জনবসতি পরিপূর্ণ ছিল এর একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে।

Source: DainikNababartaPrastanga News on 16th February 2016

Appendix-B

জালালপুরে মাটির নীচ থেকে আবিষ্কার শতাব্দীপ্রাচীন ৩২টি রৌপ্যমুদ্রা, কৌতূহল এলাকাজুড়ে

তাজ উদ্দিন চৌধুরী

গুমড়া, ২৫ জুলাই : কাটিগড়ার ভারত-বাংলা সীমান্তের জালালপুরে মাটির নীচ থেকে আবিষ্কার হল প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা। গত রবি ও মঙ্গলবার দু'দিনে মোট ৩২টি রৌপ্যমুদ্রা উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয় দক্ষিণ তারাপুরের এক ছোট টিলাভূমিতে এসব রৌপ্যমুদ্রা মাটির নীচ থেকে প্রথমে কুড়ে পায় এক শিশু। নাম খালেদুজ্জামান।

জানা গেছে, রবিবার বিকেল আনুমানিক তিনটা নাগাদ টিলাভূমিতে খেলাধুলার উদ্দেশ্যে গিয়েছিল খালেদুজ্জামান। আগেই টিলার এক পাশের মাটি কাটা ছিল। আর ওই কাটা মাটিতে বসে খেলাধুলা করতে গিয়েই অল্প মাটির নীচে থাকা রৌপ্যমুদ্রাগুলি চোখে পড়ে তার। কাঁচা টাকা এবং কুড়ে পাওয়া মুদ্রার মধ্যে সাদৃশ্য না থাকায় হতচকিত হয়ে পড়ে শিশুটি। অবশ্য সেখান থেকে দ্রুত ছুটে গিয়ে পাড়ার লোকজনদের ঘটনাটি জানায় খালেদুজ্জামান। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোকজন ছুটে যান অকুস্থলে। গ্রামের বেশ কয়েকজন অল্প মাটি সরিয়ে উদ্ধার করেন মোট ৩০টি রৌপ্যমুদ্রা। যদিও মঙ্গলবার আরও দু'টি রৌপ্যমুদ্রা উদ্ধার হয় একই স্থান থেকে।

আরবি ভাষায় সিলমোহর থাকা ওই মুদ্রাগুলির একপিঠে লেখা রয়েছে ইমামুল আজম মুজাফফর। আর অন্য পিঠে লেখা রয়েছে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ। ধারণা করা হচ্ছে, রৌপ্যমুদ্রাগুলি হয়তো প্রাচীন মোগল যুগের। তবে পুরাতত্ত্ব বিভাগই এর সঠিক সময় বলতে পারবে বলে মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল। উদ্ধার হওয়া মোট ৩২টি মুদ্রার ওজন প্রায় ৫০০ গ্রাম।

স্থানীয় সচেতন মানুষের মতে, পুরাতত্ত্ব বিভাগ প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রাগুলি নিজেদের হেফাজতে নিয়ে গেলে এগুলি সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যাবে। এছাড়া রৌপ্যমুদ্রাগুলি আবিষ্কারের স্থানটিতে অনুসন্ধান চালালে আরও ঐতিহাসিক নিদর্শন হয়তো আবিষ্কার হবে। অনেকের মতে, রৌপ্যমুদ্রাগুলি অন্ততপক্ষে ৮০০ বছরের প্রাচীন নিদর্শন। তৎকালীন মোগল বাদশাহর সময়ে এ ধরনের রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন ছিল। উদ্ধার হওয়া রৌপ্যমুদ্রাগুলি বর্তমানে জনৈক হাজি রিয়াজ উদ্দিনের জিম্মায় রয়েছে।

এদিকে, জালালপুর তারাপুরের টিলাভূমি থেকে রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই রিয়াজ উদ্দিনের বাড়িতে ভিড় জমাচ্ছেন কৌতূহলী মানুষ। গত তিনদিন ধরে বিভিন্ন স্থান থেকে বাইক-গাড়ি নিয়ে [illegible] সহ রৌপ্যমুদ্রাগুলি চাক্ষুষ করছেন অনেকে। স্থানীয় লোকজনের মতে, হয়তো কোনওকালে এই টিলার আশপাশে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস ছিল। যদিও বর্তমানে এই টিলাভূমিতে কোনও বসতি নেই। আশপাশে রয়েছে জনবসতি।

জানা গেছে, টিলাভূমিটির মালিক [illegible] গ্রামের আজিজ আলি। এই স্থান থেকে তাঁর বাড়ি প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে। তবে এ খনিটি পুরুষানুক্রমে যাতে করে নিরিত ব্যবস্থা নিতে জেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন স্থানীয় সচেতন নাগরিকরা। উদ্ধার হওয়া রৌপ্যমুদ্রাগুলি প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে দেশের যে কোনও মিউজিয়ামে সুরক্ষিত রাখার অভিমত ব্যক্ত করেছেন অনেকে।

মাটি খোঁড়ার ছবি প্রতিবেদকের ক্যামেরায়। পাশে উদ্ধার হওয়া কয়েকটি রুপার মুদ্রা। জালালপুরের তারাপুরে।

Source: DainikJugasankha News on 25th July 2018

Appendix-C

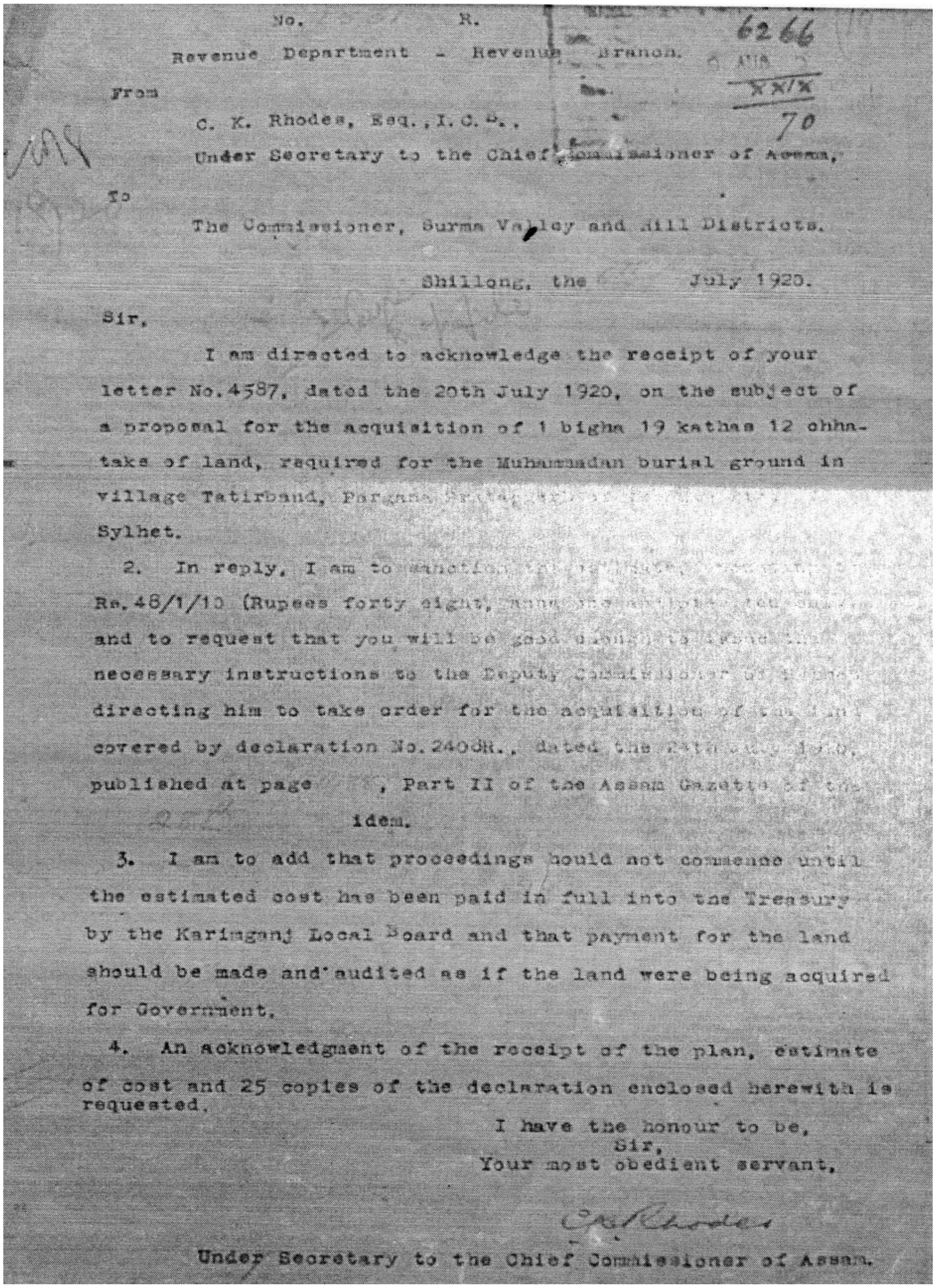

No. R.

Revenue Department - Revenue Branch.

From

C. K. Rhodes, Esq., I.C.S.,

Under Secretary to the Chief Commissioner of Assam,

To

The Commissioner, Surma Valley and Hill Districts.

Shillong, the July 1920.

Sir,

I am directed to acknowledge the receipt of your letter No.4587, dated the 20th July 1920, on the subject of a proposal for the acquisition of 1 bigha 19 kathas 12 chhataks of land, required for the Muhammadan burial ground in village Tatirband, Pargana [illegible] Sylhet.

2. In reply, I am to sanction [illegible] Rs.48/1/10 (Rupees forty eight, [illegible] and to request that you will be good enough to [illegible] necessary instructions to the Deputy Commissioner of [illegible] directing him to take order for the acquisition of the land covered by declaration No.2400R., dated the [illegible], published at page , Part II of the Assam Gazette of the idem.

3. I am to add that proceedings should not commence until the estimated cost has been paid in full into the Treasury by the Karimganj Local Board and that payment for the land should be made and audited as if the land were being acquired for Government.

4. An acknowledgment of the receipt of the plan, estimate of cost and 25 copies of the declaration enclosed herewith is requested.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,

C K Rhodes

Under Secretary to the Chief Commissioner of Assam.

REVENUE DEPARTMENT.

The 24th July 1920.

No. 2408R.—DECLARATION.—Whereas it appears to the Chief Commissioner of Assam that land is required to be taken by Government at the expense of the Karimganj Local Board for a public purpose, *viz.*, for Muhammadan burial ground at Patharkandi in the village of Tatirband, pargana Pratapgarh, zilla Sylhet, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less, 1 bigha 19 kathas 12 chhataks of standard measurement, bounded on the—

North.—By the paddy land of Amin Ali in village Haitarkha,

South.—By the waste land of Amin Ali in Taluk No. 1[illegible]052/1, Kar Muhammad,

East.—By the Singichera,

West.—By the *tilla* of mosque and paddy land of Guna Sing, in Taluk No. 14052/1 Kar Muhammad.

is required within the aforesaid village of Tatirband.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act I of 1894 to all whom it may concern.

A plan of the land may be inspected in the office [illegible]

Chief Secretary [illegible]

Source: Assam State Archives, Dispur,File No:XXIX-70/20 of 1920

This is the Snapshot of Urs at Tantoo in the Dargah of Sufi Saint Abdul Aziz Choudhury on 1st February 2018.

Appendix-D

Source: Filed Visit on 1st Feb. 2018

Appendix-E

The format shows the name, address, occupation, qualification and designation of the members of managing committee of RatabariJameMosjid: (Appendix-E)

Serial No	Name of the Members	Address	Occupation	Qualification	Designation
1	MaulanaWasil Ali	Ratabari	Ex Madrassa Teacher	M.M. (M.A)	President
2	HibjurRahmam	Ratabari	Social Activist	Class VIII	Vice President
3	HaziAbulHashim	Ratabari	Ex LPS Teacher	H.S.	Secretary
4	Mr. Fayez Ahmed	Ratabari	LPS Teacher	H.S.	Asst. Secretary
5	Mr. NayeemUddin	Ratabari	Social Activist	H.S.	Cashier
6	Hazi Abdul Muktadir	Ratabari	Ex M.V. School Teacher	M.A., B. ED.	Member
7	HaziRoisali Ali	Ratabari	Cultivator	Class V	Member
8	HaziAbdur Rob	Ratabari	Ex LPS Teacher	H.SL.C.	Member
9	HaziLutfurRahman	Ratabari	Business Man	Class VIII	Member
10	Hazi Abed Ali	Ratabari	Social Activist	H.S.L.C.	Member
11	HaziAkram Ali	Ratabari	Ex P.H.E Employee	Class VIII	Member

12	MaulanaHanifUddin	Ratabari	Madrassa Teacher	M.M. (M.A.),	Member
13	Maulana Kamal Uddin	Ratabari	Superintendent	M.M., (M.A.), B.ED.	Member
14	Mr. FazulHoque	Ratabari	Cultivator	H.S.L.C.	Member
15	HaziFakhorUddin	Ratabari	Cultivator	Class III	Member
16	HaziWaliurRahman	Ratabari	Ex Principal	M.A., B. ED.	Member
17	HaziAbdurRouf	Ratabari	Ex High School Teacher	B.A.	Member
18	Mr. Nazmul Islam Choudhury	Ratabari	Politician	H.S.	Member
19	Mr. AltafHussain	Ratabari	Business Man	Class VIII	Member
20	Mr. Joynul Islam	Ratabari	Business Man	H.S.L.C.	Member
21	Mr. HanifUddin	Ratabari	Teacher	H.S.	Member

Source: Filed Visit.